রোপা আমন মৌসুমে ধানের পাতা হলুদ হওয়ার কারণ ও প্রতিকার

বর্তমানে রংপুর অঞ্চলে মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, রোপা আমনে আবাদকৃত কিছু কিছু জায়গায় বিভিন্ন জাতের ধানের পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন কারণে ধান গাছের পাতা হলুদ হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে সঠিক কারণ নির্ণয় করে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে এখনই কার্যকরী উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

১. নাইট্রোজেনের অভাবঃ

এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত ভাবে না হয়ে জমির সব জায়গার ধান গাছের পাতা হলদে হয়ে গেলে এবং কুশির পরিমাণ কম হলে বুঝতে হবে নাইট্রোজেনের অভাব রয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় গাছের পুরাতন পাতায় হলুদ বর্ণের লক্ষণ দেখা যায় কিন্তু পরবর্তীতে গাছের সব পাতা হলুদ হয়ে যায়।

প্রতিকারঃ কম উর্বর জমি, মধ্যম জীবনকাল (১২০-১৪৫ দিন) এবং জাতের ফলন ক্ষমতা ৫-৬ টন/হে. বিবেচনায় ইউরিয়া সারের মাত্রা সাধারণতঃ ২৪ কেজি/৩৩ শতাংশ । জমিতে পানি কম থাকলে (২-৩ ইঞ্চি) গাছের জীবন পর্যায় এবং স্তর বিবেচনায় ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া জমি জলাবদ্ধ অবস্থায় থাকলে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে।

২. গন্ধক বা সালফারের অভাব

প্রাথমিক অবস্থায় সারা মাঠে কচি পাতায় হালকা সবুজ বা হালকা হলদে বিবর্ণতার লক্ষণ দেখা যায় যা পরবর্তীতে নিচের পাতাগুলোতেও দেখা যায়। বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে, মাঠের নিচু জায়গায় বেশীরভাগ গাছ কিছুটা বেঁটে হয়ে যায় । অতিবৃষ্টি বা বন্যা পরবর্তীতে জমিতে জলাবদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হলে গন্ধক বা সালফার সালফেটে রুপান্তরিত না হয়ে সালফাইডে রুপান্তরিত হয় যা গাছ আর গ্রহণ করতে পারে না।

প্রতিকারঃ জমিতে পানি কম থাকলে (২-৩ ইঞ্চি) জিপসাম (৬-৮ কেজি/৩৩ শতাংশ) সার প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু জমি জলাবদ্ধ অবস্থায় থাকলে ৬০ গ্রাম থিয়োভিট ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে।

৩. দস্তা বা জিংকের অভাবঃ

ধান গাছের কচি পাতার গোঁড়ার দিকে মধ্যশিরা বরাবর সাদা হয় যা পরে ব্রঞ্জিং বা মরচে দাগ পড়া বাদামী রং থেকে কমলা লেবুর রং ধারণ করে, ধানের কুশি কম হয়ে থাকে এবং বিক্ষিপ্ত অবস্থায় গাছ গুলো বসে যায় । অতিবৃষ্টি বা বন্যা পরবর্তীতে জমিতে জলাবদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হলে মাটির পিএইচ বেড়ে যায় ফলে গাছ দস্তা বা জিংক গ্রহণ করতে পারে না।

প্রতিকারঃ জমিতে পানি কম থাকলে (২-৩ ইঞ্চি) জিঙ্ক সালফেট বা (১ কেজি/৩৩ শতাংশ) প্রয়োগ করলে গাছ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিন্তু জমি জলাবদ্ধ অবস্থায় থাকলে ২০ গ্রাম জিংক সালফেট (মনো) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে।

৪. ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগঃ

জমিতে অতিরিক্ত মাত্রায় ইউরিয়া সার প্রয়োগ এবং পরবর্তীতে ঝড়ো বাতাস বা ঝড়-বৃষ্টির পরে পাতায় পাতায় র্ঘষণে ক্ষত সৃষ্টি হলে এ রোগ দেখা যায়। প্রাথমিকভাবে পাতার শীর্ষে অথবা কিনারায় হলুদাভ দাগ সৃষ্টি হয়। পরে পাতার উপর থেকে ক্রমশ নিচের দিকে এবং পাতার দুই কিনার হতে ভিতরের দিকে হলুদাভ দাগ বৃদ্ধি পায় যা পরে দেখতে খড়ের মতো হয়।

প্রতিকারঃ ৬০ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ (এমওপি), ৬০ গ্রাম থিওভিট এবং ২০ গ্রাম জিংক সালফেট (মনো) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করলে অল্প সময়ের (৭ থেকে ১০ দিন) মধ্যে এ রোগ নিয়ন্ত্রন হয়ে নতুন সবুজ পাতা বের হয় ।

প্রচারে
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১